বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
013

দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 25 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বৎসর ভর্তি পরীক্ষার জন্য গত বৎসরের নীতি পরিবর্তন করিয়া পুনরায় পূর্বের নীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটিতে প্রথম বিভাগ ও অন্যটিতে দ্বিতীয় বিভাগসহ কমপক্ষে মোট ১২০০ নম্বর পাইবে তাহারা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারিবে। ইতিপূর্বে আরও নিয়ম ছিল যাহারা অনিয়মিত তাহাদের জন্য ২৫ নম্বর ও মান উন্নয়নের জন্য ১০ নম্বর কর্তন করা হইবে এবং এই কর্তনের পর যাহাদের ১২০০ নম্বর থাকিবে তাহারাও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু এবারে দেখা গেল যে, সর্ববিষয়ে পূর্বের সেই নীতি যথাযথ গ্রহণ করা হইলেও কেবল মান উন্নয়নের জন্য এত বৎসর যাবৎ প্রচলিত ১০ নম্বর কর্তন নীতি পরিবর্তন করিয়া ২৫ নম্বর কর্তন করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

25 NOV 1988

একমাত্র মান উন্নয়নের ক্ষেত্রেই সহসা এইরূপ অবিচার করা হইল কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে ফলে বহুসংখ্যক আগ্রহী যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীই, হয়তোবা সামান্য কয়েকটি নম্বরের জন্য ভর্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া তাহাদের মেধা যাচাইয়ের সুযোগও পাইবে না। আমাদের আবেদন সব বিষয়েই যখন পূর্বের নীতিই গ্রহণ করা হইয়াছে তখন মান উন্নয়নের জন্যও ২৫ নম্বরের পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় ১০ নম্বর কর্তন করার ব্যবস্থা বহাল রাখা হউক। কেননা উহাই যুক্তিযুক্ত।

—হেলেন, ঢাকা।

আমরা ভর্তি হইতে চাই

আমরা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৮৫ সন হইতে দাখিল সমমান মাধ্যমিক ১৯৮৭ সন আলিম সমমান উচ্চ মাধ্যমিক মান পাইয়াছি। যাহারা ১৯৮৫ দাখিল, ১৯৮৭ আলিম পাস করিয়াছে, তাহারা অনেকে ডিগ্রী (পাস ও সম্মান) মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষিবিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে। আর যাহারা ১৯৮৯ ফাজিল সমমান ডিগ্রী পাস করিবে, তাহারা ডিগ্রীর পুরাপুরি বিষয় লেখাপড়া করিতেছে। কিন্তু দাখিল ১৯৮৫, আলিম ১৯৮৭, ফাজিল ১৯৮৯ পাস করিবে, তাহাদেরও বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টারস ডিগ্রী ভর্তি ও বিসিএস-এ অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোহাম্মদ ইব্রাহীম খান, ফায়েজুল কবির, ফাজিল ২য় বর্ষ, কুমিল্লা আলীয়া মাদ্রাসা, চকবাজার, কুমিল্লা।

যুগল পরীক্ষা

১৯৮৮ সনের ডিগ্রী পরীক্ষা আরম্ভ হইবে ২১-১১-৮৮ ইং। এদিকে আমরা অনেকেই আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া নৌ-বাহিনী ক্যাডেটে ভর্তির (ব্যাচ নং-পি, সি, এম ৩৩ বি) জন্য পরীক্ষা দেই এবং উত্তীর্ণও হই। এখন আমাদের ৪ দিনব্যাপী আই, এস, এস, বি, (আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ) পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। পরীক্ষা আরম্ভ ২২-১১-৮৮ ইং অর্থাৎ ডিগ্রী পরীক্ষার সাথে। থাকিতে হইবে ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নভেম্বর এই চারদিন। অথচ ২৩ ও ২৪ই নভেম্বর ডিগ্রী পরীক্ষা। একই সময়ে দুইটি পরীক্ষার এক দোদুল্যমান অবস্থায় আমরা।

তাই আই, এস, এস, বি কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন কিছুটা হইলেও পরিবর্তন করিয়া দুইটি পরীক্ষা দিবার স্বাভাবিক সুযোগ দান করুন।

—খঃ ফারুক আহমেদ, ৩৬৯/১, আহম্মদনগর, মীরপুর-১, ঢাকা-১২১০।